THE HUNGER PROJECT

আমার স্বাস্থ্য
আমার সুরক্ষা
আমার দায়িত্ব

৩৮ বনছায়া, ফিরোজাবাদ, সপুরা, রাজশাহী।
WWW.FACEBOOK.COM/
THP RAJSHAHI REGION
CONTACT NO: 01724244780

বরেন্দ্র প্রবাহ

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, রাজশাহী অঞ্চলের ই-নিউজলেটার
১ম বর্ষ * ১২তম সংখ্যা * মঙ্গলবার * ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

সবাই যদি হন যুক্ত,
গ্রাম হবে করোনামুক্ত

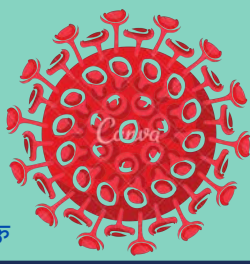

সাংবিধানিক আদর্শের প্রতিফলন: দৃষ্টান্ত পাটিচরা

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা-বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীন দেশে প্রণীত সংবিধানে আমরা অঙ্গীকার করেছি, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদেরকে প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হবে। আমরা আরও অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছি যে, আমরা যাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি, সেজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য হবে। নিজেদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করে দেখি আমরা কি তা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছি? জাতীয়ভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ছিন্নভিন্ন সংবিধান অমান্য করার মহোৎসবে মেতেছি আমরা। এর মধ্যেও পারস্পরিক সহাবস্থান, নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে একটি স্বনির্ভর গ্রামের স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছেন একদল মানুষ। তাদের নেতৃত্ব ও সাহসিকতায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার পাটিচরা ইউনিয়নের পাটিচরা গ্রাম করোনাকালিন সময়ে জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে করোনামুক্ত গ্রাম উপহার দিয়েছে। গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি ছবি রাণী ও পুরো টিমের সকলের অভিব্যক্তি আমাদের আশান্বিত করছে সামনে এগিয়ে যেতে। সুশৃংখল পাটিচরায় মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আপনাকে মুগ্ধ করবেই। ২৭৫টি পরিবারের স্বচ্ছল ৯৮টি এবং অস্বচ্ছল ১৭৭টি পরিবার। খাবার এবং অর্থের সীমাবদ্ধতা থাকলেও মানুষের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতায় পূর্ণ গ্রামটি। হিন্দু-মুসলিম মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে কোন ফারাগ নেই। কিভাবে এমন গ্রাম উপহার দিলেন পাটিচরা গ্রাম উন্নয়ন দল? ছবি রাণী বললেন দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য এবং পরিকল্পনার কথা। ২০১২সালে শুরু করে ধাপে ধাপে গ্রামের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করে আজ সফল হয়েছেন তারা। গ্রাম উন্নয়ন দলের ২৫জন সদস্যের প্রত্যেকে স্বপ্নচারি মানুষ। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের একেকটি প্রশিক্ষণ পরিবর্তিত মানুষ হয়ে উঠতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

তাইতো করোনা ক্রান্তিকালে সবার আগে এগিয়ে এসেছেন মানুষকে সহায়তা করতে। ২০১৭ সালের বন্যা গ্রামের মানুষকে আতংকের স্থলে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। নিজেরা বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা দেখিয়েছিলেন। পূর্বের সেই অভিজ্ঞতা এবার বেশ কাজে দিয়েছে। নিজেদের সবকিছু করতে হবে এমন ভাবনা থেকে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং দপ্তরের কাজকেও সহায়তা করে আসছেন। করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ২৫০টি পরিবারের প্রত্যেককে সহায়তা পাইয়ে দিয়েছেন। সম্ভব হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় সাধন করে। এখানকার প্রত্যেক দায়িত্বশীল মানুষ সচেতনভাবেই প্রতিটি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে আসছে। কাজ করতে গিয়ে শুধু পাটিচরা গ্রামই নয়, পুরো ইউনিয়নের প্রত্যেকটি নলকুপ এবং পানির উৎসে হাত ধোয়ার জন্য প্রায় ৪শতাধিক সাবান সরবরাহ দিয়েছেন। মানুষকে সচেতন করে তুলতে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, পোস্টারিং করেছেন। মাস্ক ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রথমে গ্রামের প্রত্যেক মানুষকে এবং পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী বহবলপুর, কাশিপুর গ্রামেও প্রায় ৫শতাধিক মাস্ক বিতরণ করেছেন। হাট-বাজারে শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে নিত্য নৈমিত্তিক কাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন। দোকানগুলোতে মার্কিং করে তদারকিও করেছেন। বিভিন্ন সময়ে গ্রামে করোনা ভাইরাসকে নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। মানুষকে আতংকিত না হয়ে পড়ার জন্য পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, ধর্মগুরু এবং রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। পত্নীতলা উপজেলা সদরের নিকটবর্তী গ্রাম হওয়ায় বাইরের মানুষের অবাধ প্রবেশ সংরক্ষিত করে হোম কোয়ারেন্টিনে ৪জনকে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। নিজেরা কোয়ারেন্টিনে থাকা পরিবারগুলোকে খাবার সরবরাহ দিয়েছেন। গণগবেষনা সমিতির সভাপতি সুষমা রাণী সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে সাথে নিয়ে ৭মন চাল ও ১০হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন। মাস্ক পরিধানব্যতিত কোন মানুষ দেখলে তাকে বুঝিয়েছেন এবং মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। ইয়ুথ লিডার শাকিল হোসেন, দিপু কুমার, টগর মালি, জয়, মিষ্ঠু দাস, বণিতা রাণী, সুবর্ণা রাণী, কেয়া রাণী, সৌরভসহ ২৫জন তরুণ-তরুণী সার্বক্ষনিক গ্রামের মানুষকে সজাগ রাখতে সহযোগিতা করেছে। সকলের সম্মিলিতে উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পাটিচরা গ্রামের মানুষ নিজিদের করোনা ভাইরাস থেকে এখন পর্যন্ত মুক্ত রাখতে পেরেছেন। গ্রাম উন্নয়ন দলের উদ্যোগকে ইউনিয়ন পরিষদ সার্বক্ষনিক সহযোগিতা করে আসছে। তৃণমূলে সংগঠিত মানুষের হাত ধরেই এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রণী ভুমিকা রাখছে বরেন্দ্র অঞ্চলের এই গ্রামটি।

উপদেষ্টামন্ডলি: মিজানুর রহমান, আল-আমীন মিয়া, জাহিদুল ইসলাম রাসেল, মাসুম রাসেল
সম্পাদনা: আসির উদ্দীন
সম্পাদনা সহযোগি: **মো. মাসুদ রানা, ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, পত্নীতলা, নওগাঁ**
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-রাজশাহী অঞ্চল

আসুন,
সবাই মিলে শপথ করি,
করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ি।